মেহেরপুরে বিএনপি প্রার্থীদের পরাজয়ের নেপথ্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের ফলাফল শুধু রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিনের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ের মাঠে এবার জিতেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী; ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির।

মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান বলছে, ভোটাররা কেবল প্রার্থী নয়; আচরণ, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ওপর রায় দিয়েছেন।

২০০১ সালে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুণ প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ভোট পেয়ে জয়ী হন। ২০০৮ সালে একই অঞ্চলে জামায়াত প্রার্থী পান মাত্র ৩৪ হাজার ভোট। কিন্তু এবার জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান পেয়েছেন ১ লাখ ২১ হাজার ৪৬১ ভোট, বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৭৮৭ ভোট। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল ভোট এলো কোথায় থেকে?

স্থানীয় বিশ্লেষকদের মতে, এটি কেবল দলীয় ভোট স্থানান্তর নয়; বরং ‘নতুন ভোটার সক্রিয়তা’, বিশেষ করে নারী ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নীরব ভোটারের প্রত্যাবর্তন এবং বিএনপির প্রান্তিক পর্যায়ের নেতা-সমর্থকদের অতি বাড়াবাড়ি ছাড়াও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দলের প্রার্থীকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সংগঠনিক দূর্বলতা, দলীয় অন্তর্কলহ, ৫ আগস্ট পরবর্তী জেলা-উপজেলা, ইউনিয়ন ও পাড়া-মহল্লার নেতাকর্মীদের অবাধ্য আচরণ। হাট-বাজার, খাল-বিল দখল, মামলার ভয় দেখিয়ে আর্থিক সুবিধা ভোগ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এসবের জবাব দিয়েছে ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে। আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী মেহেরপুরে বিএনপির নতুন কমিটিতে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করায় দলে বিরোধ শুরু হয়। নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান পক্ষ ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে একে অপরের বিরোধীতা করে সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখে। একপর্যায়ে মাসুদ অরুণ দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর কামরুল পক্ষ বিরোধী শিবিরেই রয়ে যায়। যা নির্বাচনে পরাজয়েরও একটি কারণ। তৌফিকুল

ইসলাম নামের একজনের ফেসবুক আইডি থেকে একটি ৪১ সেকেন্ডের কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। তাতে শোনা যায় কামরুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

একাধিক ব্যবসায়ী, ইজারাদার ও গ্রামবাসীর অভিযোগ- ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিএনপির কিছু তৃণমূল নেতা হাট-বাজার, খাল-বিল ও স্থানীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় মামলাভীতি, সামাজিক চাপে অর্থনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং বিরোধী মতের লোকজনকে ‘১২ ফেব্রুয়ারির পর দেখে নেওয়া’ এমন কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও জেলা বিএনপি নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অভিযোগ নাকচ করেছে, তবুও তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণহীনতা স্পষ্ট ছিল বলে স্বীকার করেছেন দলটিরই কয়েকজন সাবেক দায়িত্বশীল নেতা।

একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা বলেন, দল তখন সংগঠন গোছানোর চেয়ে প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, এটাই ভুল।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য শোডাউনের বদলে ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন পুনর্গঠন করে। স্থানীয় মসজিদকেন্দ্রিক যোগাযোগ, অসুস্থ-অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসা-সহায়তা, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, এসবের মাধ্যমে তারা সামাজিক আস্থা তৈরি করে।

একজন স্কুল শিক্ষক বলেন, তারা বড় মিছিল করেনি, কিন্তু ঘরে ঘরে গেছে। মানুষ সেটা মনে রেখেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিএনপি যখন ‘ক্ষমতার পরবর্তী প্রভাব’ নিয়ে ব্যস্ত, জামায়াত তখন ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি’ নিয়েছে। এবারের নির্বাচনে চোখে পড়েছে নারীদের দীর্ঘ লাইন। বিশেষ করে যেসব পরিবার অতীতে রাজনৈতিক ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেত না, সেইসব নারীরা এবার প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন। কয়েকটি কেন্দ্রে বিএনপি-বিরোধী পুরুষ কর্মীদের অনুপস্থিতি থাকলেও নারীদের উপস্থিতি ছিল দৃশ্যমান।

বিশ্লেষকদের মতে, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতি- এই দুই প্রশ্ন নারী ভোটারদের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। এটিকেই অনেকে বলছেন ‘ভোট বিপ্লব’-এর নীরব চালিকাশক্তি। বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেছে, বিএনপি বিরোধী পরিচিত পুরুষ নেতাদের উপস্থিতি কম।

স্থানীয়দের ধারণা, ভীতি এড়াতে তারা প্রকাশ্যে আসেননি। তবে তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোট দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ভোটাররা

প্রকাশ্য অবস্থানের বদলে গোপন ব্যালটে মত প্রকাশে স্বস্তি পেয়েছেন। কিছু গ্রামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাড়ি থেকে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া, সম্পদ দখলের অভিযোগ, এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। অনেকেই প্রকাশ্যে কথা বলতে চাননি; তবে অফ দ্য রেকর্ড স্বীকার করেছেন, ভোট দিয়েছি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ভেবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, যখন ভোটার মনে করেন ফলাফলের পর তার সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে, তখন তিনি ‘সবচেয়ে কম ঝুঁকির’ বিকল্পকে বেছে নেন। বিএনপির জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রান্তিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অভিযোগ দলটির ভেতরেও আছে। অন্তর্কলহ, কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ, ত্যাগী কর্মীদের অবমূল্যায়ন, এসব দীর্ঘদিনের ক্ষোভ নির্বাচনে বিস্ফোরিত হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. নাজমুল হুদা ৯৬ হাজার ৩০৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মো. আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৯৮৮ ভোট।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের একটি নিজস্ব ভোটব্যাংক আছে। তাকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়াতে তিনিসহ তার সমর্থকদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সেভাবে মাঠে নামতে দেখা যায়নি। ফলে তার সমর্থকরা প্রকাশ্য শ্লোগান নয়, আচরণের হিসাব কষেছেন। ক্ষমতার সময়ের ব্যবহার, তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তার আশ্বাস এই তিন উপাদান নির্ধারণ করেছে গাংনীর ভোটের ফলাফল।

বিএনপির জন্য এটি আত্মসমালোচনার সময়; জামায়াতের জন্য এটি আস্থা ধরে রাখার পরীক্ষা। মেহেরপুরে এবার ভোট ছিল নীরব, কিন্তু রায় ছিল উচ্চকণ্ঠ।

মেহেরপুরে জামানত হারিয়েছেন ৩ প্রার্থী

মেহেরপুরের দুটি আসনের জাতীয় পার্টির ২ জন ও সিপিবির এক প্রার্থীসহ ৩ জন জামানত হারিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুযায়ী, ‘কোনো সংসদীয় আসনে সংগৃহীত বৈধ ভোটের আট ভাগের এক ভাগ বা কমপক্ষে সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট অর্জন করতে না পারলে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফলে এসব প্রার্থী নির্ধারিত সীমার নিচে ভোট পাওয়ায় তাদের জামানত হারিয়েছেন।’

মেহেরপুর-১ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ৪১৯টি। এ আসনের জাতীয় পার্টির প্রাথী আব্দুল হামিদ ও সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান জামানত হারিয়েছেন। আব্দুল হামিদ লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ১ হাজার ৩৯০ ভোট এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান কাস্তে প্রতীকে পেয়েছেন ৭৮১ ভোট। যা বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর-২ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১১৯টি। এ আসেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি জামানত হারিয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১৮২৫। যা মোট বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রত্যেক প্রার্থীকে ৫০ হাজার টাকা করে জামানত জমা দিতে হয়। কোনো প্রার্থী মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট না পেলে সেই জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়।

নতুন দুই এমপি তাজউদ্দীন ও

নাজমুল হুদা

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা ভুমিধ্বস বিজয়ী হয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর মেহেরপুরের দুটি আসনের প্রথমবারের মতো জামায়াত ইসলামী থেেকেএমপি নির্বাচিত হলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট। জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী লাঙ্গল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৭৯১। এ আসনের ভোট পোল হয়েছে ১৮৭০৩০টি। বাতিল হয়েছে ৫১২৬টি। এ আসেন ভোট পোল হয়েছে শতকরা ৬৯.২৬ শতাংশ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬০৮ জন। জেলায় মোট ২১৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়।

এর মধ্যে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে ১২৩টি আসনে ভোটার ছিলেন৩ লাখ ১৩ হাজার ২১৬ জন । মেহেরপুর-১ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন এবং ভোটকেন্দ্র ছিলো ৯০টি। এ আসেন তিন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াতের প্রার্থী বিজয়ী

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন আহমেদ খান ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান এবং ভোটকেন্দ্র পাহারার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্র পাহারা দেবেন।

রোববার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মাসুদ অরুন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে অবৈধ অস্ত্রের শংকা, প্রার্থীদের প্রচারনায় সরগরম ভোটের মাঠ

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম ভোটের মাঠ। প্রার্থীরা নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। পাড়া, মহল্লা, মাঠঘাট ও চায়ের দোকানের মাচায় বসে চলছে ভোটারদের আলোচনা। সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে অবৈধ অস্ত্রের শঙ্কাও। প্রার্থীদের অভিযোগ ভোটের আগেই অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না হলে নির্বাচনে প্রভাব পড়বে এবং ভোটার উপস্থিতি কম হবে বলে আশংকা করছেন সব দলের প্রার্থীরা।

পুলিশের তথ্যমতে, গেল বছর, মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২টি আগ্নোস্ত্র, ২৭ রাউন্ড গুলি, ৬টি কার্তুজ, ৮টি ম্যাগজিন উদ্ধার করেছেন আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। একই সাথে বেশ কিছু বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও দেশীয় ধারালো দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে আইন

শৃংখলা রক্ষাকরী বাহিনী।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি প্রধান ও সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুর। শতকরা ৯৫ শতাংশ মানুষ কৃষিতে নির্ভরশীল। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নসহ নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা কোমর বেধে নেমেছেন প্রচারনায় । সকাল থেকে রাত অবধি ভোটারদের কাছে ছুটছেন প্রার্থীরা।

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করবে এমন প্রার্থীকেই ভোট দিতে চান ভোটাররা। কিন্তু নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অবৈধ অস্ত্র। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাটিতে প্রায় ৬৬ কিলোমিটার সীমান্তের পুরোটাই কাটাতার দিয়ে বেষ্টিত। তার পরও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করছে অবৈধ অস্ত্র। প্রশাসনের অভিযানে তা ধরাও পড়ছে। বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া ও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হতে পারে নির্বাচনে। এবং ফলাফলেও প্রভাব পড়তে পারে এমন শংকা প্রার্থীদের মধ্যে।

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, অনেক সন্ত্রাসী ঘাপটি মেরে বসে আছে তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বানচাল করতে চাই তারা অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাই। এদের আইনের আওতায় না আনলে একটা বড় ধরনের শংকা থেকেই যায়। সেই সাথে তিনি শতভাগ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আশা ব্যাক্ত করে বলেন, মেহেরপুরের কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ও শিক্ষার উন্নয়ন করতে চান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মওলানা তাজ উদ্দিন বলেন, মেহেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা।

ভারত থেকে বিভিন্ন সময় অস্ত্র আসছে এমন কথা শুনছি। যেহেতু অনেক আগ্নেয়াস্ত্র প্রশাসন উদ্ধার করেছে। এতে আমাদের মধ্যে শংকা তৈরী হয়েছে। প্রশাসনকে আরও বেশি তৎপরতা না দেখালে নির্বাচনে শংকা থাকবে।

মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সাংসদ আমজাদ হেসেনের মধ্যেও রয়েছে অবৈধ অস্ত্রের শংকা। এছাড়াও মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, অস্ত্রৈর ঝঞ্ঝনানি থামাতে না পারলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং ভোট কেন্দ্রে ভেঅটার উপস্থিতি কমবে ।

তবে সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করবে এমন প্রার্থীকে ভোট দিতে চান সীমান্ত এলাকার ভোটাররা।

অনলাইন জুয়া বন্ধ ও মাদক দুর্নীতিমুক্ত মেহেরপুর চান নতুন ভোটাররা। সার কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দাম কমাবে এমন সরকার চান সাধারণ ভোটাররা।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার বলেন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও নির্বাচনে আইন শৃংখলা রক্ষায় প্রশাসন মাঠে কাজ করছে এবং অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ সোচ্চার রয়েছে এবং অভিযান অব্যাহত আছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও রিটানিং কর্মকর্তা ড: সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করবে এবং যাদের বিরুদ্ধে রেকর্ড খারাপ আছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড: সৈয়দ এনামুল কবীর।

মেহেরপুরের দুটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা-৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন এবং নারী ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন। হিজড়া ভোটার ৬ জন এবং নতুন ভোটারের সংখ্যা ৩১ হাজার ৭১৪ জন।

সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমানের মুজিবনগরে গণসংযোগ

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমান গতকাল রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, বিশ্বনাথপুর ও শিবপুর এলাকায় গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, তাদের খোঁজখবর নেন এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও জনদুর্ভোগের কথা

শোনেন।

এসময় তিনি সিপিবির রাজনৈতিক দর্শন, নীতি ও কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গণসংযোগে স্থানীয় সিপিবি নেতাকর্মী ও সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুরের দুটি আসনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছেন জেলা রিটানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। আজ বুধবার দুপুর ৩টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনকে ধানের শীষ, জামায়াত প্রাথী তাজ উদ্দিন খানকে দাড়িপাল্লা, জাতীয় প্রার্টি প্রাথী আব্দুল হামিদকে লাঙ্গল এবং সিবিপি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমানকে কাস্তে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে ধানের শীষ, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদাকে দাড়িপাল্লা এবং জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকীকে লাঙ্গল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের ২১

প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার সকালে জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ২১ জন প্রার্থীর মাঝে তাদের নিজ নিজ প্রতীক তুলে দেওয়া হয়।

প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলো । প্রতীক হাতে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রার্থীরা। তারা আশা প্রকাশ করেন, অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঝিনাইদহ ৪টি সংসদীয় আসনের বরাদ্দকৃত প্রতিকেরে প্রার্থীরা হলেন-

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা, সংসদীয় আসন-৮১):
মো. আসাদুজ্জামান- ধানের শীষ (বিএনপি), আবু ছালেহ মোঃ মতিউর রহমান- দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মো. মতিয়ার রহমান- ঈগল (এবি পার্টি), মো. সহিদুল এনাম পল্লব মিয়া- কাঁচি (বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট লীগ-মার্কসবাদী), মনিকা আলম- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু, সংসদীয় আসন-৮২):
মো. আব্দুল মজিদ- ধানের শীষ- (বিএনপি), আলী আজম মোঃ আবু বকর-দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), আসাদুল ইসলাম- মই (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ), মো. আবু তোয়াব- কাঁস্তে (সিপিবি), এইচ এম মুমতাজুর রহমান- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), সাওগাতুল ইসলাম- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর, সংসদীয় আসন-৮৩):
মোহাম্মদ মেহেদী হাসান- ধানের শীষ (বিএনপি), মো. মতিয়ার রহমান-দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মাওঃ সরোয়ার হোসেন- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ও সুমন কবির- ট্রাক (গণঅধিকার পরিষদ)।

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদরের ৪টি ইউনিয়ন, সংসদীয় আসন-৮৪):
মো. রাশেদ খাঁন- ধানের শীষ (বিএনপি), মো. আবু তালিব – দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মো. সাইফুল ইসলাম ফিরোজ- কাপ পিরিচ (স্বতন্ত্র), আব্দুল জলিল- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন

বাংলাদেশ), মনিয়া খানম- উদীয়মান সূর্য (গণফোরাম), এমদাদুল ইসলাম (বাচ্চু)- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতীক বরাদ্দের সময় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্ততি নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ।

মেহেরপুরে এনসিপি প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জি. সোহেল রানা তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনে ৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৩ জন চূড়ান্ত প্রার্থী থাকলেন।

মঙ্গলবার বিকেলে এনসিপি প্রার্থীর পক্ষে এনসিপি সদস্য হাসনাত জামান সৈকতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের হাতে প্রত্যাহারের আবেদন তুলে দেন।

এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুণ, জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।